লক্ষ্মীর ভাণ্ডার

নন্দীগ্রামে বিজেপি পরিচালিত পঞ্চায়েতের ফতোয়ায় ক্ষুব্ধ নেতারা

যজ্ঞেশ্বর জানা

নন্দীগ্রাম, ৪ ফেব্রুয়ারি

পঞ্চায়েতে ট্যাক্স না দিলে মিলবে না লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পের সুবিধা। বিজেপি পরিচালিত নন্দীগ্রাম-২ ব্লকের বয়াল-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের এই ফতোয়ার প্রতিবাদে গণবিক্ষোভ তৈরি হতেই দ্বিধাবিভক্ত পদ্ম-শিবির। মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে আদি-নব্যের দ্বন্দ্ব।

এবার বোর্ড গঠন করেছে বিজেপি। প্রধান হয়েছেন শিউলি কর। প্রধানের স্বামী পবিত্র কর দলের তমলুক সাংগঠনিক জেলার সহ-সভাপতি। শুভেন্দু অধিকারীর বদান্যতায় স্বামী-স্ত্রীর এই উত্থান নিয়ে দলে অসন্তোষ ছিল। গত ১ ফেব্রুয়ারি সামনে আসে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্প নিয়ে পঞ্চায়েতের ফতোয়া। সোচ্চার হয়েছে তৃণমূল। তাদের তরফে অনৈতিক কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানানো হয় ব্লক প্রশাসনের কাছে। লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের নাম করে পঞ্চায়েতে ট্যাক্স আদায় কর্মসূচি অনৈতিক জানিয়ে তা বন্ধের নির্দেশ দেন বিডিও সুপ্রতিম আচার্য। সেইসঙ্গে পঞ্চায়েত প্রধান ও সচিবকে শোকজও করা হয়। যার উত্তরে পদক্ষেপ ভুল এবং ভবিষ্যতে এমনটা হবে না বলে জানান তাঁরা।

সূত্রের খবর, তারপর থেকেই আরও প্রকট হয়ে উঠেছে বিজেপির গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের দীর্ণ রূপ। পঞ্চায়েত প্রধান ও তাঁর স্বামীর বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করতে শুরু করেছেন ক্ষুব্ধ আদি নেতারা। স্থানীয় বাসিন্দা তথা তমলুক সাংগঠনিক জেলা বিজেপির এক নেতা বলেন, 'দুর্নীতিতে নিমজ্জিত পবিত্র কর। এখন স্ত্রীকে প্রধান করে নতুন করে দুর্নীতির পন্থা খুঁজছেন। নইলে রাজ্যের প্রকল্প পঞ্চায়েত কখনও নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না।' পঞ্চায়েত প্রধান শিউলি কর বলেন, 'আমরা আমাদের ভুল পদক্ষেপের কথা তো স্বীকার করে নিয়েছি। এরপর এমন সমালোচনা অযৌক্তিক। যাঁরা আমাদের সম্পর্কে বলছেন, ওঁদের জানা নেই আমরা না চাইতেও দল জোর করে আমাদের ভোটে দাঁড় করিয়েছে এবং পদ দিয়েছে। আসলে আমাদের জনপ্রিয়তা ওঁদের সহ্য হচ্ছে না।' লোকসভা ভোটের আগে দুর্নীতি ইস্যুতে বিজেপির এই দ্বন্দ্বকে হাতিয়ার করতে চায় তৃণমূল। তমলুক সাংগঠনিক জেলা তৃণমূলের সম্পাদক অরুণাভ ভুঁইয়া বলেন, 'আমাদের মুখ্যমন্ত্রী প্রান্তিক মানুষের উন্নয়নে নিরলস কাজ করে চলেছেন। মায়েদের সুবিধার্থে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্প চালু করেছেন। আর সেই প্রকল্পকে নিয়ে বিজেপি লোকজনকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছে। আসলে চুরি, দুর্নীতিটা ওদের মজ্জাগত। এতদিন আমরা বলতাম, এখন ওঁদের দলেরই লোকজনের কথাতেই স্পষ্ট হয়ে গেছে, প্রধান ও তাঁর স্বামী আগে চোর ছিলেন এখন বাটপাড় হয়েছেন।'